পরোক্ষ করের গুণ ও দোষ
(Merits and Demerits of Indirect Taxes)

পরোক্ষ করেরও কতকগুলি গুণ এবং দোষ আমরা উল্লেখ করতে পারি। **পরোক্ষ করের গুণগুলি** প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে।

সুবিধা পরোক্ষ কর কোন দ্রব্য বা সেবা কার্যের উৎপাদন, বিক্রয় বা আমদানি—রপ্তানির উপর বসানো হয়ে থাকে। ক্রেতা যখন সেই দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করে বা সেই দ্রব্যটি যখন আমদানি বা রপ্তানি করা হয় তখনই পরোক্ষ কর আদায় করা হয়। পরোক্ষ কর প্রত্যক্ষ করের মত এতটা বাধ্যতামূলক নয়। কারণ যে ব্যক্তি দ্রব্যটি ক্রয় করবে না তাকে ঐ কর দিতে হবে না।

সুবিধা প্রত্যক্ষ কর বছরে একবারই দিতে হয় এবং বেশ বড় অঙ্কের টাকা প্রত্যক্ষ কর হিসাবে আদায় দিতে হয়। কিন্তু পরোক্ষ কর অল্প অল্প করে সারা বছর দেওয়া হয়। সেজন্য পরোক্ষ করের চাপ জনসাধারণ বুঝতে পারে না। প্রত্যক্ষ কর সরাসরি পকেট থেকে দিতে হয় বলে প্রত্যক্ষ কর জনসাধারণের কাছে অপ্রিয়। কিন্তু পরোক্ষ কর জনসাধারণের কাছে অতটা অপ্রিয় নয়।

সুবিধা পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে ধনী দরিদ্রের কোন বাছ বিচার থাকে না। সকলের উপরেই এই ধরনের কর আরোপিত হয়। আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান—এই দৃষ্টিভঙ্গী পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

সুবিধা পরোক্ষ কর থেকে সরকারের রাজস্ব বেশি আদায় হয়। প্রত্যক্ষ কর যেহেতু সমস্ত ব্যক্তির উপর আরোপ করা যায় না সেজন্য প্রত্যক্ষ কর থেকে রাজস্ব আদায় কম হয়। কিন্তু পরোক্ষ কর দ্রব্য সামগ্রীর উপর আরোপ করলে অনেক বেশি রাজস্ব পরোক্ষ করের মারফৎ আদায় করা যেতে পারে। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে হয়ত দ্রব্যটির চাহিদা কিছুটা কমে যেতে পারে। কিন্তু দ্রব্যটির চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয় তাহলে দ্রব্যটির দাম বাড়লে চাহিদা খুব বেশি কমে না। সেক্ষেত্রে পরোক্ষ করের মাধ্যমে অনেক বেশি রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হয়।

সুবিধা পরোক্ষ করের বোঝা সারা দেশের বহু লোকের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ পরোক্ষ কর বহু মানুষকে স্পর্শ করে। কিন্তু প্রত্যক্ষ কর সমস্ত লোকের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। যেমন আয়করের ক্ষেত্রে একটা নিম্নতম আয় হলে তবেই আয়কর বসানো হয়ে থাকে। কাজেই সমস্ত ব্যক্তির উপর আয়কর প্রযোজ্য হয় না।

সুবিধা পরোক্ষ কর বসানোর দ্বারা অনেক অবাঞ্ছিত দ্রব্যের ভোগ এবং উৎপাদন কমানো সম্ভব হতে পারে। যেমন মদ, গাঁজা, আফিম, সিগারেট এই সমস্ত দ্রব্যের উপর অধিক হারে পরোক্ষ কর বসালে এই সমস্ত দ্রব্যের ভোগ কমতে পারে এবং এই সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনও কম হতে পারে।

সুবিধা অনেক সময় কোন দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণের জন্যও পরোক্ষ করকে ব্যবহার করা যেতে পারে। কোন দ্রব্যের দামে যদি ওঠানামা হয় সেই ওঠানামাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পরোক্ষ করকে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমরা জানি যে যখন কোন দ্রব্যের উপর পরোক্ষ কর বাড়ানো হয় তখন সেই দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়। আবার যদি সেই দ্রব্যের উপর পরোক্ষ কর কমানো হয় তাহলে সেই দ্রব্যের দাম কমে। এখন কোন দ্রব্যের দাম যদি বাজারে বাড়তে থাকে তাহলে সেই দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেই দ্রব্যের উপর কর কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তেমনি বাজারে যদি কোন দ্রব্যের দাম কমতে থাকে তাহলে সেই দ্রব্যের দাম কমা প্রতিরোধ করার জন্য সেই দ্রব্যের উপর বাড়তি কর বসিয়ে দ্রব্যের দাম বাড়ানো যেতে পারে। এইভাবে পরোক্ষ করের মাধ্যমে কোন দ্রব্যের দামে স্থায়িত্ব (Stability) আনা যেতে পারে।

সুবিধা পরোক্ষ করের মাধ্যমে দেশে আমদানি ও রপ্তানিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যেমন কোন দ্রব্যের আমদানি কমানোর জন্য সেই দ্রব্যের আমদানির উপর আমদানি শুল্ক বসানো যেতে পারে। এতে আমদানি করা জিনিসের দাম দেশের মধ্যে বেড়ে যাবে এবং সেই দ্রব্য জনসাধারণ কম করে কিনবে। ফলে দ্রব্যটির

আমদানি কম হবে। তেমনি রপ্তানি হচ্ছে যে সমস্ত দ্রব্য সেই সমস্ত দ্রব্যের উপর উৎপাদন শুল্ক কমিয়ে দিয়ে সেই সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদককে বেশি করে উৎপাদন করতে উৎসাহিত করা যেতে পারে। এইভাবে পরোক্ষ করের মাধ্যমে রপ্তানিকে উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে। আমদানি কমিয়ে এবং রপ্তানি বাড়িয়ে পরোক্ষ কর মাধ্যমে দেশের লেনদেন ব্যালান্সের ঘাটতি দূর করা সম্ভব হতে পারে।

কিন্তু পরোক্ষ করের এই সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও **পরোক্ষ করের কিছু দোষও** আছে। সেগুলি এখ উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমত, পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে ব্যক্তির কর প্রদান ক্ষমতা অনুযায়ী কর আরোপ করা হয় না। তার ফ ন্যায় বিচারের নীতি লঙ্ঘিত হয়। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক সময়ে দরিদ্র জনসাধারণে উপর করের বোঝা বেশি হয়। অন্যদিকে ধনিক শ্রেণির উপর করের বোঝা কম হয়। এইজন্য পরোক্ষ কর অধোগতিশীল (Regressive) বলা হয়।

দ্বিতীয়ত, পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে জনসাধারণ বুঝতে পারে না যে তারা কত টাকা কর দিচ্ছে বা আদৌ কর দিচ্ছে কিনা। যখন কোন ক্রেতা কোন দ্রব্য সামগ্রী বাজার থেকে কেনে একটি দাম দিয়ে, সেই দামের মধ্যে কতটা অংশ কর রয়েছে সেটি ঐ ক্রেতা জানে না। সেজন্য পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনাবোধ ততটা জাগ্রত হয় না।

তৃতীয়ত, পরোক্ষ করের দ্বারা অবাঞ্ছিত দ্রব্যের ভোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব বলে যে যুক্তি দেখানো হয় সেই যুক্তি অনেকেই স্বীকার করেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সমস্ত দ্রব্য নেশার দ্রব্য হয়ে থাকে এবং এই জাতীয় দ্রব্যের উপর কর আরোপ করলে এই দ্রব্যের ভোগ তো কমেই না বরং এই দ্রব্যের উপর ব্যয় বৃদ্ধি পায় তখন ক্রেতারা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমগ্রীর চাহিদা কমিয়ে দেয়। এতে তাদের পরিবারের লোকেদের অনেক অসুবিধা হয়।

চতুর্থত, পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা অনেক বেশি। নানা ধরনের দ্রব্য দেশে উৎপাদন হয় এবং বিক্রি হয়। বিভিন্ন দ্রব্যের উপর বিভিন্ন কর ধার্য করতে হয় এবং সেই কর আদায় করতে হয়। এই কাজে অনেক ধরনের প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দেয়।

পঞ্চমত, পরোক্ষ করের বোঝা অনেক সময়েই দরিদ্র জনসাধারণের উপর বেশি হয় এবং ধনিক শ্রেণির উপর কম হয়। তার ফলে দেশের আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে আয় বৈষম্যকে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। পরোক্ষ করের মাধ্যমে কিন্তু আয়বৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভব নয়। বরঞ্চ পরোক্ষ করের ফলে দেশের মধ্যে আয়বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পায়।